

মুজিবনগর সীমান্তে ৭ কোটি টাকার ৩২টি স্বর্ণের বারসহ আটক ২

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৩২টি স্বর্ণের বারসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক ওজন ৩ কেজি ৯৪১ গ্রাম এবং বাজারমূল্য ৭ কোটি ৩৫ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ টাকা।

রবিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত এলাকার নাগারবিল থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬
বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট
কর্নেল মো. নাজমুল হাসান প্রেস
বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর নতুনপাড়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে মো. আসাদুল (৫০) এবং একই গ্রামের মাদারের ছেলে মো. জুয়েল হোসেন (৩০)।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্যর ভিত্তিতে নাজিরাকোনা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১১০-এর প্রায় ৭০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাগারবিল এলাকা দিয়ে স্বর্ণ পাচারের চেষ্টা চলছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের নির্দেশনায় হাবিলদার মো. শামীমুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহলদল ওই এলাকায় কৌশলগত অবস্থান নেয়।

পরে দুপুর আনুমানিক ১২টা ৪০ মিনিটে দুই ব্যক্তিকে একটি ব্যাগ নিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে টহলদল তাঁদের চ্যালেঞ্জ করে। এ সময় তাঁরা ব্যাগটি ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে দুজনকে আটক করেন। পরে উপস্থিত জনসাধারণের সামনে ব্যাগ তল্লাশি করে ৩২টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি জানায়, আটক দুই ব্যক্তিকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধার করা স্বর্ণ মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, সীমান্তে চোরাচালান, মাদক পাচার ও অন্যান্য অপরাধ দমনে বিজিবি সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। দেশের সীমান্ত সুরক্ষা এবং চোরাচালানমুক্ত সীমান্ত নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

“দক্ষ যুব গড়বে দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ”—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালী,আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (১ নভেম্বর) সকাল ১১টায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি বর্ণাঢ্যা র্যালী উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে আলোচনা সভা, সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালী ও আলোচনা সভায় মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এর সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রুপায়ন দেব।

অনুষ্ঠানে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব হ্রাস এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তরুণদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে সনদপত্র ও যুব ঋণের চেক বিতরণ এবং ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনের মাধ্যমে যুবকদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

যুবসমাজ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি। যথাযথ প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তরুণেরা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রয়কের কার্যালয়ের সহকারী খাদ্য পরিদর্শক গিয়াস উদ্দিন এর সঞ্চালনায়,র্যালী ও আলোচনা সভায় উপস্হিত থেকে বক্তব্য রাখেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব,উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান,মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা,সুজন এর উপজেলা সভাপতি ওয়াজেদ আলী খাঁন, সুশান্তা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাধারণ সম্পাদিকা সাফিয়া শারমিন,ওয়াই পি এ জি এর কো অর্ডিনেটর রিয়াজ শেখ, আত্মকর্মী সফল যুবক আতিয়ার রহমান।

জাতীয় যুব দিবসের এ আয়োজনের মাধ্যমে যুবসমাজকে দক্ষতা অর্জন, উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং কর্মমুখী উদ্যোগে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার প্রত্যাশা করা হয়।

আলোচনা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন এলাকার যুবক ও যুবতীর এবং যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুর বাজারে কমেছে অধিকাংশ

সবজির দাম

মেহেরপুরের বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে সপ্তাহের ব্যবধানে কমেছে প্রায় সব ধরনের সবজির দাম। কেজিপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত দাম কমায় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মধ্যে। পাশাপাশি বাজারে মাছের সরবরাহও ভালো রয়েছে। গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু মাছের দামও কমেছে। তবে পণ্যের দাম কমলেও আশানুরূপ বেচাকেনা না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় বাজারে লাউ, শিম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি পর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে। সরবরাহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে অধিকাংশ সবজির দাম। অন্যদিকে মাছের বাজারেও বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পর্যাপ্ত সরবরাহ দেখা গেছে।

বাজারে বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৫০ টাকা, রসুন ৮৫ টাকা, টমেটো ১৪০ টাকা, কাঁচামরিচ ৪০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, আদা ২০০ টাকা, আলু ২৫ টাকা, কচু ৪০ টাকা, কলা ৩৫ টাকা, লাউ ২৫ টাকা, পেঁপে ২০ টাকা, বরবটি ৪৫ টাকা, গাজর ১৫০ টাকা, ওল ৬০ টাকা, লালশাক ৩০ টাকা, পটল ৩৫ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৩০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ৩৫ টাকা, ঝিঙে ৩৫ টাকা, উচ্ছে ৮০ টাকা, পুঁইশাক ২০ টাকা, শিম ৪৫ টাকা, ফুলকপি ২৫ টাকা এবং মুলা ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৮ টাকা, রসুন ৭০ টাকা, টমেটো ১২০ টাকা, কাঁচামরিচ ২৫ টাকা, বেগুন ৪০ টাকা, শসা ৪৫ টাকা, আদা ১৭০ টাকা, আলু ১৭ টাকা, কচু ৩০ টাকা, কলা ২৫ টাকা, লাউ ১৫ টাকা, পেঁপে ১০ টাকা, বরবটি ২৫ টাকা, গাজর ১৩০ টাকা, ওল ৪০ টাকা, লালশাক ২০ টাকা, পটল ২০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ২০ টাকা, মিষ্টিকুমড়া ২৫ টাকা, ঝিঙে ২৫ টাকা, উচ্ছে ৭০ টাকা, পুঁইশাক ১০ টাকা, শিম ৩০ টাকা, ফুলকপি ১৬ টাকা এবং মুলা ২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সবজি ক্রেতা সেলিম মিয়া বলেন, বাজারে সব ধরনের সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ২০ থেকে ৩০ টাকা কমেছে। এখন বাজারে প্রায় সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে।

আরেক ক্রেতা রকিবুল ইসলাম বলেন, গত সপ্তাহে শিম কিনেছিলেন ৯০ টাকা কেজি দরে। আজ কিনেছেন ৪০ টাকা কেজি দরে। সব ধরনের সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আগের তুলনায় এখন অল্প টাকায় বেশি সবজি কেনা যাচ্ছে।

তবে সবজির দাম কমায় খুশি নন খুচরা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী জাব্বার বলেন, প্রতি সপ্তাহেই ২০ থেকে ৩০ টাকা করে সবজির দাম কমছে। এতে তাঁদের বেচাকেনা অনেক কমে গেছে। আজ সারাদিনে মাত্র ৪০০ টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা ব্যবসায়ীরা সবজি বিক্রি করায় তাঁদের ক্রেতা কমে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।

এদিকে মাছের বাজারেও সরবরাহ ভালো রয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩৫০ টাকা, সিলভার কার্প ২৩০ টাকা, তেলাপিয়া ২০০ টাকা, পাঙ্গাস ২০০ টাকা, গ্লাসকার্প ৩০০ টাকা, কাতলা ৪০০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৯৫০ টাকা, জিউল মাছ ৩০০ টাকা, কই ২০০ টাকা এবং বাটা মাছ ১৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি রুই মাছ ৩২০ টাকা, সিলভার কার্প ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ১৭০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকার্প ২৭০ টাকা, কাতলা ৩৫০ টাকা, দেশি চিংড়ি ৮২০ টাকা, জিউল মাছ ২৬০ টাকা, কই ১৭৫ টাকা এবং বাটা মাছ ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছ ক্রেতা ফয়সাল আহমেদ বলেন, কয়েক মাস ধরে মাছের দাম অনেক বেশি। তবে আজ গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা দাম কম মনে হচ্ছে। বাজারে সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ী শ্রী পান কৃষ্ণ হালদার বলেন, বর্তমানে বাজারে মাছের সরবরাহ বেশ ভালো। সব ধরনের মাছ পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে মাছের দাম কিছুটা কমেছে। তবে খুচরা ব্যবসায়ীদের বেচাকেনা খুবই কম। পাইকারি দোকানের সামনে খুচরা মাছ বিক্রির কারণে তাঁদের বেচাকেনা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এদিকে বাজারে প্রতি কেজি খাসির মাংস ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৮০০ টাকা, ছাগির মাংস ৯০০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ১৮০ টাকা, সোনালি মুরগি ৩০০ টাকা, লেয়ার মুরগি ৩৮০ টাকা, দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা, চিনাহাঁস ৪৫০ টাকা, পাতিহাঁস ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং রাজহাঁস ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চালের বাজারে আটাশ চাল ৫৫ টাকা ও লালস্বর্ণা চাল ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি আটা ৫০ টাকা, মসুর ডাল ১২০ টাকা, কলাই ডাল ২০০ টাকা, মটর ডাল ৬০ টাকা, ছোলা ডাল ১১০ টাকা এবং চিনি ১১৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

সব মিলিয়ে শীতের আগমনে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়তে শুরু করায় দাম কমেছে অধিকাংশ সবজির। এতে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও বেচাকেনা কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন খুচরা ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুরে জামায়াতের অভিযোগের পর যুবদলের প্রতিবাদ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন ও টর্চার সেলের মতো গুরুতর অভিযোগে যুবদলের নাম জড়ানোর প্রতিবাদ জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা যুবদল। সংগঠনটির দাবি, অভিযোগে উল্লেখ করা মিঠুন যুবদলের কোনো ইউনিটের কোনো পদে দায়িত্বশীল নন। তাঁর ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দায় সংগঠন নেবে না।

গত শুক্রবার জামায়াতের সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ উত্থাপনের এক দিন পর গতকাল শনিবার জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মো. কাওছার আলী স্বাক্ষরিত এক প্রতিবাদলিপিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়।

লিপিতে বলা হয়, যুবদলের নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে কেউ চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সন্ত্রাস কিংবা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হচ্ছে। অপরাধীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের দায় প্রমাণ ছাড়া

একটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। যুবদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য দেওয়া থেকেও সংশ্লিষ্টদের বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদলিপিতে জেলা যুবদল আরও দাবি করে, সংগঠনটি কোনো সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেয় না। যুবদল সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে।

মেহেরপুরে এইচএসসির ফলাফলে বিপর্যয়

চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে মেহেরপুর জেলায় হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে। জেলার ১৮টি কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৩ হাজার ৫৯২ শিক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ১ হাজার ৪৫৭ জন। সে হিসাবে জেলায় গড় পাসের হার ৪০ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এ বছর জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ জন শিক্ষার্থী।

জেলার ফলাফলে সবচেয়ে ভালো করেছে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। অন্যদিকে, মড়কা কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থীর কেউই পাস করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার শূন্য শতাংশ।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ফলাফলে পাসের হারে জেলার শীর্ষে রয়েছে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১২ জন জিপিএ-৫সহ মোট ৮৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৯৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। অন্যদিকে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যায় এগিয়ে রয়েছে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

জেলার কলেজভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৭৪৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২০ জন জিপিএ-৫সহ ৪৩৩

জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ। মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ থেকে ৬০ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ৩৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৫ শতাংশ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ৫১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ২৪০ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গাংনী মহিলা কলেজ থেকে ২৮৩ জনের মধ্যে ১২৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চারজন জিপিএ-৫সহ ৩৭ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪০ দশমিক ২২ শতাংশ। গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ৪০৫ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ১৫০ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩৭ দশমিক ০৪ শতাংশ।

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে ২৪১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে তিনজন জিপিএ-৫সহ ৭৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৩০ দশমিক ২৯ শতাংশ। মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ থেকে ৩৯১ জনের মধ্যে ১০৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ২৬ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

এ ছাড়া বামুন্দি নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৪৭ জনের মধ্যে ৩৭ জন, মহাজনপুর কলেজ থেকে ৫৭ জনের মধ্যে ১৪ জন, জাদুখালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ৮২ জনের মধ্যে একজন জিপিএ-৫সহ ১৯ জন এবং তেরাইল কলেজ থেকে ৯২ জনের মধ্যে ২১ জন পাস করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পাসের হার যথাক্রমে ২৫ দশমিক ১৭, ২৪ দশমিক ৫৬, ২৩ দশমিক ১৭ ও ২২ দশমিক ৮৩ শতাংশ।

করমদি কলেজ থেকে ১২৫ জনের মধ্যে ২২ জন পাস করেছে। পাসের হার ১৭ দশমিক ৬০ শতাংশ। কাজিপুর কলেজ থেকে ১৭০ জনের মধ্যে ২৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ১৭ দশমিক ০৬ শতাংশ। এআরবি কলেজ থেকে ৭৩ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ১২ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

বিএন কলেজ থেকে ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র একজন। পাসের হার ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। আর মড়কা কলেজ থেকে অংশ নেওয়া দুই পরীক্ষার্থীর কেউই পাস করতে পারেনি।

মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে ৫৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৪৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ।

আমঝুপি ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ৩৬ জনের মধ্যে ২২ জন পাস করেছে।

পাসের হার ৬১ দশমিক ১১ শতাংশ।

মানিকনগর আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে ২১ জনের মধ্যে ১২ জন পাস করেছে। পাসের হার ৫৭ দশমিক ১৭ শতাংশ।

গাংনী ছিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা থেকে ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জন পাস করেছে। পাসের হার ৮৩ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

হাড়াভাঙ্গা দারুল হাদি ফাজিল মাদ্রাসা থেকে ৫ জনের মধ্যে ৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৬০ শতাংশ।

সব মিলিয়ে জেলার অধিকাংশ কলেজের ফলাফল হতাশাজনক। বিশেষ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাসের হার ২০ শতাংশের নিচে নেমে আসা শিক্ষার মান ও ফলাফল নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করেছে। তবে সামগ্রিক এই হতাশার মধ্যে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ পাসের হার এবং মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সাফল্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোয় মেহেরপুরে ইটভাটাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানোর দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা মোড় এলাকায় আজিমুদ্দিনের ইটভাটায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা ইফতেখার আহমেদ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

মোবাইল কোর্ট সূত্রে জানা গেছে, ইটভাটায় অবৈধভাবে কাঠ

পোড়ানোর অভিযোগে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৫(৩) ধারা অনুযায়ী ভাটার মালিক আজিম উদ্দিনের ছেলে শহীদুল ইসলামের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে মেহেরপুর জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শেখ কামাল মেহেদী উপস্থিত ছিলেন।

এআই ব্যবহার করে তারা জেলা বিএনপির কমিটি ভাঙতে চায়: অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান

মেহেরপুরে বিএনপির কমিটি নিয়ে ভাঙনের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, অন্য কেউ যদি বলে কালকে বা পরশু কমিটি ভেঙে যাবে, তাহলে তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কেউ যদি এক হাজার বছর ওই পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খায়, আর বলে কমিটি ভাঙবে, তবুও এই কমিটি ভাঙা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশের মাধ্যমে আমরা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা গতকাল ফেসবুকে দেখেছেন, আমাদের আরেক নেতা মাসুদ অরুণ বেগম খালেদা জিয়ার মাথায় মাথা রেখেছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কারণ, এআইয়ের মাধ্যমে তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী স্কুল মাঠে ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত জনসভায় মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুণকে উদ্দেশ্য করে এসব কথা বলেন তিনি।

জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুল হাসান আরও বলেন, বিএনপি

হিমালয় পর্বতের মতো বিশাল ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক দল। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এই দলের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। গত ১৭ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও ঐক্যে কোনো ভাটা পড়েনি। হিমালয় থেকে এক টুকরো বরফ খসে পড়লে যেমন হিমালয়ের বিশালত্ব কমে যায় না, তেমনি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়ে বিএনপির শক্তি ও অবস্থান দুর্বল করা সম্ভব নয়।

পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলীর সঞ্চালনায় জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান ছাতু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা।

জিয়া পরিবারকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেছেন, “আপনারা জানেন, আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে জিয়া পরিবারের ওপর। এই জিয়া পরিবারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এ জন্য আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জাদুখালী মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কামরুল হাসান বলেন, “আমরা মনে করি, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০ ও ২০২৪ একই সূত্রে গাঁথা। তবে ২০২৪ সালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একাত্তরকে ম্লান করা যাবে না। কারণ, আপনারা জানেন, যারা একাত্তর চায়নি, তারাই এখন বাংলাদেশে বেশি বেশি কথা বলছে। আমাদের বড় ভাই

মাসুদ অরুণ একটি কথা বলেছেন, তাঁকে নাকি হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আমরা এটিকে বিশ্বাস করি। আমাদের নেতৃত্বকে হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা চলছে।”

বিএনপির সাংগঠনিক শক্তির কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, “বিএনপি একটি হিমালয়ের মতো পর্বত। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জনপ্রিয় দল বিএনপি। হিমালয়ের একটু বরফ খসে গেলে যেমন হিমালয়ের কিছু যায় আসে না, তেমনি বিএনপির কিছু নেতাকর্মীকে গুম ও খুন করেও দলটির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি। গত ১৭ বছরে বিএনপির নেতৃবৃন্দ, ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা গুম-খুনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু হিমালয়ের মতো এই দলের কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং দলটি আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। আমরা এখনো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। হিমালয় থেকে কেউ একটি ঢিল মারলে কিংবা একটু বরফ খসে পড়লে তাতে বিএনপির কিছু যায় আসে না। কারণ, বিএনপি হিমালয়ের মতো শক্তিশালী দল।”

দলের কমিটি নিয়ে চলমান আলোচনা ও বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে কামরুল হাসান বলেন, “আমরা এই সমাবেশ থেকে একটি কথা বলতে চাই, বিএনপি যে কমিটি দিয়েছে, কেউ যদি বলে কালকে ভাঙবে, পরশুদিন ভাঙবে, তাহলে আপনাদের তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। এক হাজার বছর পার্টি অফিসে বসে চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে খেলেও যদি বলা হয় কমিটি ভাঙবে, তাতে বিশ্বাস করবেন না। কোনোভাবেই এই কমিটি ভাঙা সম্ভব নয়।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা সবাই ফেসবুক দেখেন। আমাদের এক নেতা মাসুদ অরুণ খালেদা জিয়ার কোলে মাথা রেখেছেন—এমন একটি ছবি প্রচার করা হয়েছে। এটি কি বিশ্বাসযোগ্য? এটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই এআইয়ের মাধ্যমেই তারা কমিটি ভাঙতে চায়। যেটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সেটিকেই তারা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে ধরতে চায়।”

মেহেরপুরের হাসপাতালের খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, “আমরা হাসপাতাল পরিদর্শন করেছি। যে গলা বা খাবার আপনার বাড়িতে ছাগল-গরুও খায় না, আপনারা নিজেরাও যে ডিম বা পাউরুটি ব্যবহার করেন না, সেই ডিম, পাউরুটি ও কলা রোগীদের খাওয়ানো হচ্ছে। আপনার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার মাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আপনার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে, আমার বাবাকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারা এসব সরবরাহ করছে, কারা ঠিকাদারি করছে, কারা ওষুধের ঠিকাদারি করছে, আপনারা সবই জেনেছেন।”

সারের ডিলার নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আজ ফেসবুকে দেখলাম, মুজিবনগরে একটি গাড়ি সারসহ আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কলিম উদ্দিনের গোডাউন থেকে এসব সার উদ্ধার করা হয়েছে। সেই কলিম উদ্দিনের গোডাউনের লাইসেন্সও নাকি বিএনপির এক বড় নেতার। তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের দিয়ে এসব লাইসেন্স করিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত যতগুলো লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলো দিয়ে আওয়ামী লীগের সার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছেন। অথচ তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি সারের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতি করেছি।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা জানেন, সারের ডিলার নিয়োগের জন্য দুটি কমিটি রয়েছে। একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা কমিটি এবং অন্যটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি। এই কমিটিগুলোই নির্ধারণ করেছে কারা সারের ডিলার হবেন এবং কারা হবেন না। এখানে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো বিষয় ছিল না। তাই আপনাদের কাছে আমার উদাত্ত আহ্বান, আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন।”

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিয়ার রহমান।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ।

এ সময় বক্তব্য দেন পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু, জাসাসের সদস্যসচিব বাকা বিল্লাহ, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম, রশিদুল ইসলাম, মহিবুল ইসলাম রকেট, রাজু আহমেদ রাজু, পলাশ ফরাজী, মিয়ারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান বিপ্লব ও যুবদল নেতা লিয়াকত আলীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে জেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচিতে দলীয়করণ, হাসপাতালকেন্দ্রিক দালালচক্র, কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা, মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি এবং প্রশাসনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখা।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন। বক্তব্যে তিনি বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে ২২ জন সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী, তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও রাজনৈতিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বক্তব্যে মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার ২২টি ডিলারশিপের তালিকা তুলে ধরে সংশ্লিষ্টদের রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা ডিলারশিপ না পাওয়ার অভিযোগও তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি নাজমুল হক লিটনের বরাত দিয়ে বলা হয়, তাঁর ছোট ভাই দীর্ঘদিন ধরে সার ও কীটনাশকের ব্যবসা করলেও ডিলারশিপ পাননি। অন্যদিকে কুতুবপুরে উপজেলা বিএনপির সভাপতির ভাই ডিলারশিপ পেয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল হক কালুর বক্তব্যও উল্লেখ করা হয়, যেখানে নিয়োগপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও মনোনীত ব্যক্তিদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগেও দলীয়করণের অভিযোগ করেন জামায়াত নেতারা। তাঁদের দাবি, প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনায় দায়িত্ব বণ্টন করা হলে কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। একইভাবে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা প্রদানের তালিকা তৈরিতে স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে প্রকৃত দায়িত্বপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানানো হয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালকে কেন্দ্র করে দালালচক্র, রোগী হয়রানি, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অবৈধ অর্থ আদায় এবং চিকিৎসাসেবায় সিন্ডিকেটের অভিযোগও তুলে ধরা হয়। বক্তব্যে বলা হয়, হাসপাতাল থেকে রোগীদের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এসব অভিযোগের যথাযথ তদন্ত ও কার্যকর নজরদারির দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া হাসপাতালের একটি দালাল আটকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার অভিযোগও তুলে ধরা হয়।

কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা প্রসঙ্গে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মেহেরপুরে মারামারি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এসব অপরাধের পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিভিন্ন মহলের পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে মাদক ব্যবসা ও অবৈধ জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব বিবেচনা না করে আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানানো হয়।

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দলীয় পরিচয়ে চাঁদা দাবি ও নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরে জামায়াত নেতারা বলেন, গত ২৭ অক্টোবর মেহেরপুর শহরের বিএডিসির সামনে চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় তারিকুল ইসলাম নামে এক পরিবহন ও সবজি লোডিং ব্যবসায়ীকে মারধর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ছাত্রদল নেতা সানি এবং সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের ভাই যুবদল নেতা মিঠুনের নেতৃত্বে হামলার অভিযোগ করা হয়। আহত ব্যবসায়ীকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া শহরের বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায় এবং একটি কথিত টর্চার সেলে ব্যবসায়ীদের জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগও তোলা হয়।

প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জামায়াত নেতারা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি অনুষ্ঠান, উন্নয়ন কার্যক্রম, ত্রাণ বিতরণ ও রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যথাযথভাবে

সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সরকারি সেবা প্রদানে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

আগামীকাল শনিবার সাত দফা দাবিতে ঢাকা থেকে খুলনাগামী লংমার্চের অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য সমাপনী সমাবেশে মেহেরপুর জেলা থেকে নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণের ঘোষণা দেওয়া হয়। দাবিগুলো হলো গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার, বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও সারের সংকট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সংকীর্ণ দলীয়করণ বন্ধ এবং দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব বন্ধ।

এছাড়া সার ডিলার নিয়োগের অভিযোগ নিরপেক্ষ তদন্ত, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে বৈষম্য বন্ধ, হাসপাতালের দালালচক্র ও সিন্ডিকেট নির্মূল, কিশোর গ্যাং দমন, মাদক ও অবৈধ জুয়ার বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করাসহ ১১ দফা সুনির্দিষ্ট দাবি তুলে ধরা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দীন খান ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খান বলেন, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সংসদের ভেতরে আমরা বিরোধী দলের সংসদ সদস্য হলেও সংসদের বাইরে আমরা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করুক, সেটিই আমাদের প্রত্যাশা। তবে জনগণের অধিকারও বাস্তবায়ন করতে হবে। সার, তেল ও গ্যাসসহ প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে নিশ্চিত করে সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করুক, এটাই আমাদের চাওয়া। তবে সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও জোরালো ও গতিশীল হবে।

এছাড়াও এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি মো.

খাইরুল বাশারসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।